সূর্যনগরীর গুপ্তধন

হেমেন্দ্র কুমার রায়

সম্পাদনায়
পিয়েল আর. পার্থ

প্রকাশক
জিয়াউল হাসান নিয়াজ

প্রচ্ছদ
নন্দন ডিজাইন

প্রকাশনী
প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

বইমেলা পরিবেশক
নয়া উদ্যোগ

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স
বাবুগঞ্জ বরিশাল

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইনকাদের স্বর্ণভাণ্ডার

বিখ্যাত ভূ-পর্যটক ফিলিপ সাহেবের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয় নাম-করা ব্যারিস্টার মি. গুহের বাড়িতে, একটি বৈকালী চায়ের সভায়।

কিন্তু মৌখিক পরিচয়ের আগেই ফিলিপ সাহেব খবরের কাগজে পাঠ করেছিলেন বিমল ও আমার খ্যাতির কাহিনি।

সুতরাং মৌখিক পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হতেই ফিলিপ সাহেব উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলেন, "বিমলবাবু! কুমারবাবু! এই গোটা পৃথিবীটার ওপরে আমি সারাজীবন ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি বটে, কিন্তু আপনাদের সামনে আমি হচ্ছি চাঁদের কাছে জোনাকির মতন তুচ্ছ!"

বিমল লজ্জিত স্বরে বললে, "মি. ফিলিপ, নিজেকে আপনি এতটা ছোট মনে করছেন কেন?"

"করব না, বলেন কী? আমার দৌড়াদৌড়ি তো কেবল মানুষের চেনাশোনা পৃথিবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু আপনারা বারবার দেখেছেন অজানা পৃথিবীর গুপ্তরহস্য—এমনকি পৃথিবীর বাইরে মঙ্গলগ্রহে গিয়েও আপনারা হানা দিতে ছাড়েননি। আপনাদের অগম্য স্থান বোধ হয় ত্রিভুবনের কোথাও নেই!"

আমি বললুম, "না মি. ফিলিপ, এখনও পাতাল-রাজ্যটা দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।"

বিমল বললে, "কিন্তু দেখবার ইচ্ছা আমাদের ষোলো আনাই আছে।"

সেখানে বিনয়বাবুও হাজির ছিলেন। তিনি বললেন, "তোমার এই সব উদ্ভট ইচ্ছা আমি ভয় করি বিমল! মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয়, কোনদিন তুমি হয়তো যমালয়েও বেড়াতে যাবার বায়না ধরে বসবে।"

বিমল জিভ কেটে বললে, "সর্বনাশ! আমি অভিমন্যুর মতো বোকা নই বিনয়বাবু! যে-দেশে ঢুকলে আর বেরুবার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না, সে-দেশে যাবার নাম কোনদিনই আমি মুখে আনব না।"

ইতোমধ্যে খাবার ও চা এলো। ফিলিপ সাহেব চা পান করতে করতে তাঁর দেখা নানান দেশের গল্প বলতে লাগলেন—কখনও হিমালয়ের তুষার-ঝটিকার কথা, কখনও অনন্ত তুষারের স্বদেশ সুমেরু ও কুমেরুর কথা, কখনও গোবি সাহারার অগ্নিময় বালুকা-সাগরের কথা এবং কখনও বা আফ্রিকার অজ্ঞাত সূর্যকরহারা নিবিড় অরণ্যের কথা। নানান দেশের নানান জাতের অদ্ভুত মানুষ ও তাদের রীতিনীতি এবং বন্ধুতা ও শত্রুতার কথা, অদেখা ও না-শোনা সব জীবজন্তুর রোমাঞ্চকর কথা—তাঁর মুখে সমস্ত শুনতে শুনতে আমাদের চির-উৎসাহী মন আবার যেন ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়বার জন্য ছটফট করতে লাগল!

ফিলিপ সাহেব সর্বশেষে বললেন, "যখনই যে দেশ দেখবার সাধ হয়েছে তখনই সেই দেশেই আমি ছুটে গিয়েছি। কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও একটি দেশ আজও আমার দেখা হয়নি।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কেন?"

"ভয়ে।"

"ভয়ে? কীসের ভয়ে?"

"তা ঠিক জানি না। তবে সে দেশ দেখতে গিয়েও ভয়ে পালিয়ে এসেছি বটে।"

বিমলের কৌতূহল অত্যন্ত জাগরিত হয়ে উঠল। সে বিস্মিত স্বরে বলল, "কীসের ভয় তা জানেন না, তবু পালিয়ে এসেছেন?"

"হ্যাঁ। আপনারা এল ডোর‍্যাডোর নাম কখনও শুনেছেন?"

বিনয়বাবু বললেন, "এল ডোর‍্যাডো বলতে বোঝায় সোনার দেশ। ষোলো শতাব্দীতে স্পেনের সেনাপতি পিজারো দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথমে এই এল ডোর‍্যাডোর সন্ধান দেন। তাঁর পরেও শত শত লোক এই সোনার দেশের খোঁজে অগ্নিদগ্ধ পতঙ্গের মতন ছুটে গিয়েছে বটে, কিন্তু তাদের সার হয়েছে কেবল কাদা-মাখাই। আজ পৃথিবীর সকলেই জানে এল ডোর‍্যাডো হচ্ছে কল্পিত স্বপ্ন মাত্র, তার অস্তিত্ব দুনিয়ার কোথাও নেই।"

ফিলিপ সাহেব হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে বললেন, "এল ডোর‍্যাডোর কথা স্বপ্নকাহিনি নয়। অবশ্য সে-দেশটা যে সোনা দিয়ে তৈরি এমন অসম্ভব কথা আমি বলতে চাই না। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়াডর রাজ্যে এমন এক গুপ্তদেশের অস্তিত্ব আছে যার বিপুল ভাণ্ডারে মিলবে অফুরন্ত সোনাদানা আর অমূল্য ধনরত্ন। পিজারো হয়তো এল ডোর‍্যাডো বলতে সেই দেশকেই বুঝেছিলেন।"

বিমল বললে, "মি. ফিলিপ, এল ডোর‍্যাডো নিয়ে আমি কোনো তর্কই করব না—নামে কী আসে যায়? কিন্তু কোন দেশ থেকে আপনি ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছিলেন, আমাকে সেই কথাই বলুন।"

ফিলিপ বললেন, "তাহলে আগে আমাকে ইতিহাসের দু'এক পাতা ওলটাতে হয়। গল্পের আসরে ইতিহাস কি আপনাদের পছন্দ হবে?"

বিনয়বাবু বললেন, "এল ডোর‍্যাডোর গাঁজার ধোঁয়ার চেয়ে ইতিহাস আমার ভালো লাগবে।"

ফিলিপ সাহেব আগে তাঁর পাইপে তামাক ভরে অগ্নি-সংযোগ করলেন। তারপর দু'পা ছড়িয়ে চেয়ারে আড় হয়ে পড়ে বলতে লাগলেন, "আজ যারা সারা আমেরিকার কর্তা হয়ে বসেছে, আসলে তারা আমেরিকার আধুনিক পোষ্যপুত্র ছাড়া আর কেউ নয়। পণ্ডিতরা প্রমাণ করেছেন, আমেরিকার প্রাচীন ও প্রথম সন্তানরা এসেছিল এশিয়া থেকে।

কোন পথ দিয়ে তারা এসেছিল, তারও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। উত্তর-পশ্চিম আমেরিকা এবং উত্তর-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে আছে বেরিং প্রণালি। এখানে আমেরিকা ও এশিয়ার ভেতরে ব্যবধান হচ্ছে মাত্র চল্লিশ মাইল। প্রচণ্ড শীতের সময়ে প্রণালির জল যখন জমে বরফ হয়ে যায়, তখন এশিয়ার মানুষ অনায়াসেই পদব্রজে আমেরিকায় গিয়ে হাজির হতে পারে। এশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার এই যোগসাধন হয় হাজার হাজার বছর আগে।

"আমরা আমেরিকার আদিম বাসিন্দা রেড ইন্ডিয়ান বা লাল-মানুষদের অসভ্য বলে মনে করে থাকি। এ বিশ্বাস ভুল। লাল-মানুষরা এক সময়ে সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। এবং এখানেও এক এক যুগে হয়েছিল এক এক জাতীয় সভ্যতার উত্থান ও পতন। তাদের নাম হচ্ছে প্রাচীন মায়া-যুগ, পরবর্তী মায়া-যুগ, টলটেক-যুগ, অ্যাজটেক-যুগ ও ইনকা-যুগ। এই সব বিভিন্ন যুগে লাল-মানুষরা আমেরিকার দিকে দিকে সভ্যতার এবং স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের যে সকল বিরাট নিদর্শন রেখে গিয়েছে, প্রাচীন মিশর প্রভৃতি দেশের বহু প্রশংসিত কীর্তির চেয়ে তাদের মূল্য কম নয়। ষোলো শতাব্দীতেও স্পেনীয় দস্যুরা যখন আমেরিকা আক্রমণ করেছিল, তখন তারা অ্যাজটেক ও ইনকা সাম্রাজ্যের সভ্যতা ও ঐশ্বর্য দেখে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

"১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে হার্নান্ডো কর্টেজ্ দস্তুরমতো বিশ্বাসঘাতকতা ও ছলনার দ্বারা অ্যাজটেক সম্রাট মন্টেকুজোমাকে পরাজিত করে গোটা মেক্সিকো কেড়ে নেয়। তারপর ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে আসে আর এক নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতক দস্যু, তার নাম ফ্রান্সিস্কো পিজারো। দক্ষিণ আমেরিকার বর্তমান কলম্বিয়া, ইকুয়াডর ও পেরু প্রভৃতি দেশ তখন ইনকা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল চওড়ায় পাঁচশ মাইল ও লম্বায় দুই হাজার সাতশ মাইল।

"পিজারো মাত্র একশ আটষট্টি জন সৈনিক নিয়ে পেরু আক্রমণ করতে এসে দেখে ইনকা সম্রাট আটাহুয়াল্পা চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছেন। পিজারো বুঝলে তার অকিঞ্চিৎকর ফৌজ তুচ্ছ

নদীর মতো ইনকাদের সৈন্য-সাগরে তলিয়ে যাবে। তখন সে এক নীচ কৌশল অবলম্বন করলে। বন্ধুতার ভান করে সম্রাট আটাহুয়াল্লার কাছে সাদর আমন্ত্রণ পাঠালে। সম্রাটের দুর্ভাগ্য, সরল বিশ্বাসে তিনি পিজারোর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ফলে তিনি হলেন দুরাত্মা পিজারোর হাতে বন্দি। সম্রাট ও প্রধান নেতা শত্রু হস্তগত, ইনকা সৈন্যেরা হতাশ হয়ে পরাজয় স্বীকার করে পালিয়ে গেল।

"এইবারে আমাদের আসল কাহিনির আরম্ভ। ইনকাদের রাজধানীর নাম কুজকো—অর্থাৎ সূর্যনগরী (The City of the Sun)। পিজারো যখন বন্দি সম্রাটকে নিয়ে সূর্যনগরী দখল করে বসল, তখন দেশের চারিদিকে উঠল হাহাকার। সাম্রাজ্যের নানান দিক থেকে দলে-দলে লাল-মানুষ তাল তাল সোনার বস্তা নিয়ে ছুটে আসতে লাগল। ইনকাদের দেশ ছিল সোনার খনির জন্য বিখ্যাত। লাল-মানুষরা বুঝেছিল, সেই সোনার লোভেই এসেছে স্পেনীয় দস্যুর দল। তাই তারা চেয়েছিল রাশি রাশি স্বর্ণের বিনিময়ে ইনকা সম্রাটকে উদ্ধার করতে।

"সোনার স্তূপ নিয়ে লাল-মানুষেরা শত্রু-শিবিরে আসতে আসতে হঠাৎ একদিন খবর পেলে, পাপিষ্ঠ পিজারো তাদের সম্রাটকে হত্যা করেছে। যারা সোনার তাল নিয়ে আসছিল, তারা তৎক্ষণাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল স্পেনীয়রা আর তার কোনোই সন্ধান পেলে না।

"কিন্তু স্থানীয় লাল-মানুষরা আজও আসল খবর জানে। অ্যান্ডেস্ পর্বতমালা হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার হিমালয়—উত্তর-দক্ষিণে তার বিস্তার হচ্ছে সাড়ে চার হাজার মাইল। তার উচ্চতম শিখরের উচ্চতা ২২, ৯০০ ফুট। ইকুয়াডরে এই পর্বতমালার অন্তর্গত একটি পাহাড় আছে, তার নাম হচ্ছে ল্লাঙ্গানটি। তারই মধ্যে কোন স্থানে আছে ইনকাদের বিপুল গুপ্তধনের বিরাট ভাণ্ডার। শোনা যায় পৃথিবীর আর কোথাও এক জায়গায় অত সোনার তাল নেই। কিন্তু সেখানে যাবার গুপ্তপথ জানে কেবল এক জাতের লাল-মানুষ। আজ পর্যন্ত তারা শ্বেতাঙ্গদের বশ মানেনি বা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসেনি। বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

তারা নিজেদের পর্বত-রাজ্যের মধ্যে বাস করে। তারা কিছুতেই শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে রাজি নয়। কোনো শ্বেতাঙ্গ তাদের পর্বত-রাজ্যের মধ্যে ঢুকলে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারে না। এই পর্বত-রাজ্যকে ইনকা সাম্রাজ্যের পূর্ব-রাজধানীর নামানুসারে সূর্যনগরী বলে ডাকা হয়। গত চারশ বছরের ভেতরে বহু স্বর্ণলোভী শ্বেতাঙ্গ সূর্যনগরীর সন্ধানে যাত্রা করেছে, কিন্তু পরে তাদের আর খোঁজই পাওয়া যায়নি।

অ্যান্ডেস্ পর্বতমালার এক স্থানে 'আরুয়াকো ইন্ডিয়ান' নামে এক জাতের লাল-মানুষ বাস করে। বছরের অন্যান্য সময়ে তারা আধুনিক সভ্য জগতের চোখের সামনেই থাকে বটে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট তারিখে কিছুকালের জন্যে দল বেঁধে অরণ্য ও পর্বতের মধ্যে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যায় কেউ তা জানে না, তারাও কারুকে বলে না।

"অনেক খোঁজখবর নিয়ে আমি শেষটা দু'চারটে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। আরুয়াকো লাল-মানুষরা না-কি প্রতি বৎসরই নির্দিষ্ট সময়ে ওই গুপ্ত সূর্যনগরীতে গমন করে। তারা সেখানকার দেবালয়ে ইনকা সাম্রাজ্যের পূর্ব- গৌরব ফিরিয়ে আনবার জন্যে প্রার্থনা করতে যায়।

"আমি একদিন স্থির করলুম, গোপনে আরুয়াকোদের অনুসরণ করে সূর্যনগরীর রহস্য ভেদ করব। পাছে তাদের সন্দেহ হয়, সেই ভয়ে আমি আগে আমার অনুগত চার জন লাল-মানুষকে গুপ্তচর রূপে আরুয়াকোদের পথে পাঠিয়ে দিলুম। কিন্তু সেই যে তারা গেল, আর তাদের দেখা পেলুম না। তারপর যথাসময়ে আরুয়াকোরা আবার স্বস্থানে ফিরে এলো, তবু গুপ্তচররা এলো না। আমার বিশ্বাস, তাদের কেউ বেঁচে নেই। এই ঘটনার পর আমি সূর্যনগরীর রহস্য নিয়ে আর কোনোদিনই মাথা ঘামাইনি। বলুন, আমি কি অকারণেই ভয় পেয়েছি?"

বিনয়বাবু বললেন, "নিশ্চয়ই নয়, নিশ্চয়ই নয়! মি. ফিলিপ, আপনার অবস্থায় পড়লে আমিও সেখান থেকে পালিয়ে আসতুম।"

বিমল বললে, "আমি কিন্তু পালিয়ে আসতুম না।"

বিনয়বাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "তার মানে?"

বিমল বললে, "আমি হলে সূর্যনগরী না দেখে ফিরে আসতুম না।" ফিলিপ মুক্তকণ্ঠে হেসে উঠে বললেন, "তাহলে একটা নতুনত্ব হতো বটে! দক্ষিণ আমেরিকায় বাঙালির অ্যাভেঞ্চার। এ একটা কল্পনাতীত ব্যাপার!"

বিমল বললে, "না মি. ফিলিপ, মোটেই কল্পনাতীত নয়। ইকুয়াডরের পাশেই হচ্ছে ব্রেজিল রাজ্য। গেল শতাব্দীতেই একটি অসহায় গরিব বাঙালির ছেলে অ্যাভেঞ্চারের লোভে ওই ব্রেজিলে গিয়েই কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস নামে রীতিমতো অমর হয়ে আছেন!"

ফিলিপ বললেন, "ঠিক ঠিক, আমারই ভুল হয়েছে! কিন্তু বিমলবাবু, আপনি যা বললেন সেটা কি আপনার মনের কথা? আমি যদি সূর্যনগরীর সন্ধানে যাত্রা করি, তাহলে আপনি কি আমার সঙ্গী হতে রাজি আছেন?"

টেবিলের ওপরে সশব্দ করাঘাত করে বিমল বললে, "নিশ্চয়ই রাজি আছি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙালি বীরবালা

বিমল সূর্যনগরে যেতে রাজি আছে শুনে ফিলিপ সাহেব বিস্ফারিত চক্ষে খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন; তারপর বাঁ-হাতে মুখ থেকে পাইপটা খুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে আনন্দিত স্বরে বললেন, "আমার হাতে হাত দিন বিমলবাবু! আপনার মতন সাহসী আর বুদ্ধিমান সঙ্গী পেলে আমি আবার নির্ভয়ে ইকুয়াডরে যাত্রা করব।"

আমি বললুম, "মি. ফিলিপ, আপনাদের দল থেকে আমি বাদ পড়ে যাব না তো?"

ফিলিপ সাহেব বললেন, "বিলক্ষণ। আপনাদের খবর যে রাখে সেই-ই তো জানে যে, আপনারা দু'জনে অভেদাত্মা।"

মি. গুহ বললেন, "হাঁ, আপনারা হচ্ছেন ছায়া আর কায়া!"

বিনয়বাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, "কী সর্বনাশ! বিমল, বিমল, তুমি কী বলছ? আবার গুপ্তধন। আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা!"

বিমল হেসে বললে, "হাঁ বিনয়বাবু! চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, আমাদের সঙ্গে গুপ্তধনেরও বো ধহয় তেমনই কোন যোগ আছে!"

বিনয়বাবু ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, "ছি ছি, এত লোভ ভালো নয়! কেবল টাকার স্বপ্ন দেখবার জন্যে পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি নয়!"

বিমল বললে, "আপনার মুখে এ কথা শুনে দুঃখিত হলুম বিনয়বাবু! এতদিনেও আপনি আমাদের চিনতে পারলেন না! গুপ্তধনের দোহাই দিয়ে আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চাইছি বটে, কিন্তু টাকার দুঃস্বপ্ন একবারও দেখিনি! আপনি কি জানেন না, আমাদের রক্তে মেশানো আছে দুর্গম পথের নেশা, অজানা বিপদের টান আর অদেখা নূতনের আনন্দ? নরম ফুল-বিছানায় শুয়ে তন্দ্রায় এলিয়ে আমরা দুর্লভ মানব-জীবনের

মূল্যবান দিনগুলিকে ব্যর্থ করে দিতে চাই না, আমরা গতিশীল করে তুলতে চাই এর প্রতি মুহূর্তটিকে। আমরা দেখতে চাই যা দেখিনি, আমরা শুনতে চাই যা শুনিনি, আমরা লাভ করতে চাই যে-নতুনকে আজও পাইনি। নিত্য নতুন পথ, নিত্য নতুন দৃশ্য, নিত্য নতুন গতির ছন্দ! বিশ্বকে ভালো করে ভোগ করতে চাই বিনয়বাবু, টাকার লোভে আমরা কোনোদিনই পাগল হইনি।"

ফিলিপ সাহেব বললেন, "বিনয়বাবু আপনার মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছি! ভারতবর্ষ আজ যে জীবনের যাত্রাপথে এতটা পিছিয়ে পড়েছে, এর কারণ এখানকার লোকেরা আজ অবলম্বন করতে চায় জড়ের ধর্ম। অথচ আমাদের দেশ য়ুরোপের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সেখান থেকে দলে দলে লোক বেরিয়ে পড়েছে পৃথিবীর চারিদিকে-জলে-স্থলে-শূন্যে। কেউ আকাশে উঠে বায়ুমণ্ডলের বাইরে যেতে চায়, কেউ অতল সমুদ্র-গর্ভে নেমে পাতালের ইতিহাস জানতে চায়-আবার কেউ বা যেতে চায় তৃষ্ণার্ত সাহারার অশেষ মরু-জগতে, জ্বলন্ত ভিসুভিয়াসের মৃত্যুভীষণ উদরে, বিপদসঙ্কুল সুমেরু-কুমেরুর তুষার-ঝটিকার মধ্যে! শান্তিময় গৃহের আনন্দ আর আত্মীয়-বন্ধুর আদর-যত্ন ছেড়ে কেন তারা জীবনকে এমনভাবে বিপন্ন করে নিশ্চিত মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করতে চায় হাসিমুখে? এই সব মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষ কি তুচ্ছ টাকার লোভেই ঘরের মায়া ত্যাগ করে?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ মি. ফিলিপ, এই পথের নেশাই একদিন ভারতকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করে তুলেছিল। আপনাদের য়ুরোপ যখন ভূমধ্যসাগরের তীরে নিদ্রিত হয়ে আছে, ভারতের ছেলে তখন রচনা করেছিল সপ্তসাগরের ইতিহাস। যাঁরা প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করেন তাঁদের অনেকে বলেন আমেরিকার বুকেও পড়েছিল ভারতের পদচিহ্ন।"

ফিলিপ সাহেব বললেন, "এ কথা আমি বিশ্বাস করি কুমারবাবু। কাম্বোডিয়ায় আর জাভায় আজও প্রাচীন ভারতের যে-সব হাতের কাজ বর্তমান আছে, তাদের বিপুলতার সামনে বহু-বিজ্ঞাপিত মিশরেরও কীর্তি ছোট হয়ে যায়। কিন্তু যারা কাম্বোডিয়ার ওঙ্কারধামের আর জাভার

বড়বুদ্ধের মন্দির গড়েছিল তাদের বংশধররা আজ পূর্বপুরুষদের চিনতে পারে না, এইটেই হচ্ছে আধুনিক ভারতের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য!"

বিনয়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, "মি. ফিলিপ, আমার মুখের একটা ছোট্ট কথাকে মস্ত-বড় করে তুলে আপনারা যে প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন, আমিও তাতে যোগ দিতে রাজি আছি। কিন্তু ব্যাপারটাকে এত বড় করে দেখবার দরকার আছে কি? হচ্ছিল ইনকাদের সূর্যনগরীর গুপ্তধনের কথা। আমার মত হচ্ছে আরুয়াকো লাল-মানুষরা তাদের পূর্বপুরুষদের গুপ্তধন কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তা নিয়ে আমাদের ব্যস্ত হবার দরকার নেই।"

ফিলিপ সাহেব বললেন, "ওদের গুপ্তধনের জন্য আমি একটুও ব্যস্ত নই। গুপ্তধনের লোভে আমি পৃথিবী-পর্যটনের ব্রত গ্রহণ করিনি।"

"তবে আপনি সূর্যনগরীতে যেতে চান কেন?"

"সূর্যনগরীর রহস্য জানার জন্যে। ভেবে দেখুন বিনয়বাবু, নবীন আমেরিকার আধুনিক সভ্যতার মধ্যে আমরা যে লাল-মানুষদের পাই, তাদের আসল মুখ থাকে মুখোশের তলায় ঢাকা। আজও তারা মনে মনে শ্বেতাঙ্গদের বহিঃশত্রু বলে ঘৃণা করে, আমাদের কাছে নিজেদের কোনো গুপ্ত তথ্যই প্রকাশ করে না। স্পেনীয় ডাকাতরা আমেরিকায় গিয়েছিল অর্থলোভে, তাই তারা অ্যাজটেক আর ইনকা-সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেছিল। এমনকি পরধর্মদ্বেষী স্পেনীয় পুরোহিতরা লাল-মানুষদের পুরাতন পুঁথিপত্রগুলো পর্যন্ত পুড়িয়ে ফেলতে ছাড়েনি। নিদারুণ হিংসা আর মূর্খতার ফলে একটা প্রাচীন সভ্য জাতির অধিকাংশ ইতিহাস লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, লুপ্ত হয়েছে বটে, কিন্তু কেবল শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকেই। তাদের নিজেদের কাছে প্রাচীন ইনকা-সভ্যতা এখনও অবিকৃতরূপেই বিরাজ করছে। অ্যান্ডেস্ পর্বতমালার কোন অজানা অন্তরালে আছে এই যে অদ্ভুত সূর্যনগরী, এখানে কেবল ইনকাদের গুপ্তধনই পুঞ্জীভূত করা নেই, তাদের প্রাচীন সভ্যতার সমস্ত রীতিনীতি আর বিচিত্র আদর্শ নিশ্চয়ই এখানে আগেকার মতোই জাগিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা যাব সেই-সব তথ্যই পুনরুদ্ধার করতে।"